পঞ্চদশ অধ্যায়

কোন স্থানের তাজিম করা প্রসঙ্গে

বেহেস্তি জেওরঃ

"کسی جگہ کا کعبہ کی برابر ادب وتعظیم کرنا شرك ہے

–"অন্য কোন স্থানকে কা'বার সমান সম্মান ও তাজীম করা শিরক"। (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইসলাহ্ বা ভুল সংশোধনঃ

থানবী সাহেব "অন্য কোন স্থান"–এর এত সংক্ষেপ বর্ণনা দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল? খোলাখুলিভাবেই তিনি বলতে পারতেন যে, মদিনা শরীফ এবং অলী আউলিয়াগণের মাজারসমূহের সম্মান করা শিরক। যেমন তার অগ্রগামী ওহাবী নেতা ইসমাইল দেহলভী তাকভীয়াতুল ঈমান নামক গ্রন্থে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে "কা'বা শরীফের আশপাশের সম্মান করা অর্থাৎ তথায় শিকার না করা ও গাছ কর্তন না করা–এসব কাজ আল্লাহ্ তায়ালা আপন ইবাদতের উদ্দেশ্যেই নিষেধ করেছেন। সুতরাং কেউ যদি কোন পয়গম্বর বা মূর্তির আশপাশের স্থানসমূহের বা জঙ্গলসমূহের আদব ও তাজীম করে তাহলে শিরক হবে। চাই সে পয়গম্বর বা মূর্তি নিজে নিজে এই তাজীমের লায়েক হউক অথবা তাদের তাজীমের দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা খুশী হবেন বলে মনে করা হোক–সর্বাবস্থায়ই শিরক্ হবে"। –(তাকভীয়াতুল ঈমান)।

থানবী সাহেব যেহেতু ইসমাইল দেহলভীর অনুসারী, সেহেতু নেতার কথার সাথে সামান্য পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয়। কাজেই নেতা যে কথা বিস্তারিত বলেছেন–সে কথাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কৌশলে একটু সংক্ষিপ্ত করে বলা উচিত। তাই তিনি সংক্ষেপে ও কৌশলপূর্ণ ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, "অন্য কোন স্থানকে কাবার মত তাজীম করা শিরক"। উভয়ের কথার মধ্যে শব্দের পরিবর্তন হলেও অর্থের মধ্যে কোনই পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ মদিনা মোনাওয়ারার রওজা মোবারক এবং অলী-আল্লাহগণের মাজারের সম্মান করা শিরক, আশপাশের তাজীম করা শিরক। থানবী সাহেবের উল্লেখিত "অন্য কোন স্থান" বলতে মদিনা তাইয়েবা ও অলী আউলিয়াগণের মাজার এবং বায়তুল মোকাদ্দাসসহ সব জায়গাকে-ই বুঝান হয়েছে। অন্য সব জায়গাই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার কথা অনুযায়ী কেউ যদি সম্মান করে মদিনা শরীফের গাছ গাছড়া না কাটে এবং কোন পশু শিকার না করে, তাহলে সে শিরক করলো। কেননা, এতে মক্কা শরীফের সমান মর্যাদা দেয়া হলো। কিন্তু চোখের পর্দা খুলে দেখ্লে এবং কানের আটি খুলে তা শুন্লে দেখা যাবে যে, অসংখ্য সহিহ্ হাদীসে মদিনা মোনাওয়ারাকেও হেরেম

www.sunnibarta.com

শরীফ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্যই মক্কা ও মদিনা শরীফকে "হারামাইন শরীফাইন" বলা হয়। মক্কা শরীফের মতই মদিনা শরীফের রওজা মোবারকের আশপাশের গাছ-গাছালী কাটা ও জন্তু শিকার করা নিষিদ্ধ। ঐ স্থানের তাজীম ও সম্মান করার জন্য হাদীসে আদেশ করা হয়েছে। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মযহাবত্রয় এই নীতিই গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ ইমাম, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ইহাই মতামত। অবশ্য হানাফী মাযহাবে অন্য হাদীসের উপর আমল করে গাছ-গাছালী কাটা ও পশু শিকার করার ক্ষেত্রে নমনীয় ভূমিকা পালন করা হয়েছে। কিন্তু সম্মানের ক্ষেত্রে মক্কা মোয়াজজমার মতই বরং তার চেয়েও বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইমাম তাহাভীর "শরহে মাআনিউল আছার" হাদীস গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ ও কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। মোদ্দাকথা- মক্কা শরীফের মতই নবী করিম(দঃ) মদিনা শরীফকেও হেরেম ঘোষণা করেছেন। এ সম্পর্কীত হাদীস সমূহ "মোতাওয়াতের" হাদীসের মর্যাদা লাভ করেছে। নিম্নে "হেরেমে মদিনা" সম্পর্কীত হাদীস সমূহ ও দলীলসমূহ বর্ণনা করা হলো- যাতে ঈমানদারের ঈমান তাজা হয় এবং ওহাবীদের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন হয়।

১নং দলীলঃ

বোখারী ও মুসলিম শরীফে নবী করিম(দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّيْ اُحَرِّمُ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا وَفِيْ رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ اَنْ يُّقْطَعَ عِضَاهُهَا اَوْيُقْتَلَ صَيْدُهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهٗ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا " *

"হে আল্লাহ্! হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম মক্কা শরীফকে হেরেম ঘোষণা করেছেন এবং আমি (মুহাম্মদ দঃ) মদিনার পাথর ঘেরা স্থানের মধ্যবর্তী স্থানকে হেরেম ঘোষণা করছি। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় তিনি বলেছেন- এর আশপাশের বাবুল বৃক্ষ কর্তন করা বা পশু শিকার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি"। মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় এসেছে-"মদিনার কোন পশু শিকার করা যাবেনা"।-বুখারী ও মুসলিম। ইহা শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মযহাবের দলীল।

২নং দলীলঃ

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ وَفِيْ اُخْرٰى اِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا" *

www.sunnibarta.com

হযরত ইবরাহীম(আঃ) যেভাবে মককা শরীফকে হেরেম ঘোষণা করেছেন, অনুরূপভাবে আমিও মদিনা শরীফকে হেরেম ঘোষণা করলাম। অন্য বর্ণনায় "পাথর ঘেরা স্থানের মধ্যবর্তী স্থান" শব্দ এসেছে।

৩নং দলীলঃ

মুসলিম শরীফে নবী করিম(দঃ) হেরেমে মদিনার সম্মান সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّىْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَامًا مَابَيْنَ مَازِمَيْهَا اَنْ لَّايُهْرَاقَ فِيْهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ سَلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا يُنْبَطَ فِيْهَا شَجَرٌ اِلَّا الْعَلَفُ"*

"হে আল্লাহ! হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম মককাকে হেরেম শরীফ ঘোষণা করেছেন। আমি মদিনা শরীফের উভয় দিকের মধ্যবর্তী স্থানকে হেরেম শরীফ বলে ঘোষণা করলাম। এই হেরেমেও রক্তপাত করা যাবেনা, মারার জন্য অস্ত্রধারণ করা যাবেনা এবং গাছের পাতাও ছেড়া যাবেনা; তবে ঘাস হিসেবে ব্যবহার করা যাবে"।

৪নং দলীলঃ

আবু দাউদ শরীফে হযরত ছাআদ ইবনে ওয়াক্কাছ(রাঃ) বর্ণনা করেনঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هٰذَ الْحَرَمَ *

"নবী করিম(দঃ) এই মদিনা শরীফকে হেরেম ঘোষণা করেছেন"।

৫নং দলীলঃ

মুসলিম শরীফে হযরত আনাস(রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

"اَحَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ نَعَمْ هِىَ حَرَامٌ لَايُخْتَلٰى خَلَاهَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ *

হযরত আনাছ(রাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, নবী করিম(দঃ) কি মদিনা শরীফকে হেরেম ঘোষণা করেছিলেন? অন্য রেওয়ায়াতে হযরত আনাছ (রাঃ) জবাবে বলেছিলেন– হাঁ! মদিনা শরীফ হেরেম। এর কোন বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না এবং এর ঘাসও উৎপাটন করা যাবে না। যে একাজ করবে, তার উপর আল্লাহ্, ফিরিস্তা ও মানব জাতির অভিশাপ (লানত) বর্ষিত হবে"।

www.sunnibarta.com

৬নং দলীলঃ

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা(রাঃ) বর্ণিত হাদীসঃ

حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَيْنَ لَابَتِيْهَا وَجَعَلَ اِثْنَىْ عَشَرَ مِيْلًا وَفِىْ رِوَايَةِ جَرِيْرٍ شَجَرُهَا اَنْ يُعْضَدَ اَوْ يُنْبَطَ *

"নবী করিম(দঃ) মদিনা শরীফের পাথরী এলাকার মধ্যে বার মাইল এলাকা হেরেম ঘোষণা করেছেন"। জারীরের বর্ণনায় এরশাদ করেছেনঃ "উক্ত হেরেমের মধ্যে গাছ কাটা যাবে না এবং গাছের পাতাও ছিঁড়া যাবে না"।

৭নং দলীলঃ

ইমাম ছাখাভী(রহঃ)হযরত আবু হোরায়রা(রাঃ) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا اَوْ يُخْبَطَ اَوْ يُؤْخَذَ طَيْرُهَا *

"নবী করিম(দঃ) হেরেমে মদিনার গাছ কর্তন, গাছের পাতা ছিঁড়া অথবা পশু-পাখী শিকার করতে নিষেধ করেছেন"।

৮নং দলীলঃ

ইমাম আবু জাফর সুরাহবিল(রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

"তিনি বলেন, আমরা শিকারের উদ্দেশ্যে মদিনা শরীফের হেরেম সীমানার মধ্যে ফাঁদ পেতেছিলাম। সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত(রাঃ) ফাঁদ দেখে বললেনঃ

اَلَمْ تعلم اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ صَيْدَهَا وَفِىْ رِوَايَةِ اَبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتِيْهَا *

"তোমরা কি জাননা যে, নবী করিম(দঃ) হেরেমে মদিনার মধ্যে শিকার করতে নিষেধ করেছেন? ইবনে আবি শায়বার বর্ণনা মতে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) এও বলেছিলেন যে, "নবী করিম(দঃ) মদিনা শরীফের পাথুরী এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে শিকার করতে নিষেধ করে দিয়েছেন"।

www.sunnibarta.com

৯নং দলীলঃ

ইমাম তাহ্‌তাভী(রহঃ) হযরত ইবরাহীম ইবনে আউফ(রাঃ) থেকে এক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবরাহীম(রাঃ) বলেনঃ আমি একটি চড়ুই পাখী ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার পিতা আউফ(রাঃ) আমাকে এ অবস্থায় দেখে আমার কান মলে দিয়ে চড়ুই পাখীটি ছেড়ে দিলেন এবং বললেনঃ

حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا *

"নবী করিম(দঃ) মদিনা শরীফের পাথুরী এলাকার মধ্যবর্তী স্থানের শিকার হারাম করে দিয়েছেন এবং উক্ত এলাকাকে হেরেম ঘোষণা করেছেন"।

সুধী পাঠক! উপরোক্ত ৯টি হাদীসে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রমাণীত হলো। যথাঃ

(ক) নবী করীম (দঃ) মককা শরীফের ন্যায় মদিনা শরীফকেও হেরেম ঘোষণা করেছেন।

(খ) মককা শরীফের আশপাশের এলাকার যেভাবে সম্মান করতে হবে, তদ্রূপ সম্মানই করতে হবে মদিনা শরীফের চারপাশের এলাকাকে।

(গ) মককা শরীফে হত্যা করা, রক্তপাত করা, শিকার করা, শিকারকে দৌড়ানো, পাখ-পাখালী ধরা, গাছ-গাছালীর পাতা ছিঁড়া ইত্যাদি যেমন নিষিদ্ধ; তেমনিভাবে মদিনা শরীফেও ঐ কাজ নিষিদ্ধ। (হানাফী মযহাব মতে হারাম নয়)।

(ঘ) উভয় হেরেমেই ঐ নিষিদ্ধ কাজ আল্লাহ্‌, ফিরিস্তা ও মানবজাতির লানতের কারণ।

(ঙ) সাহাবায়ে কেরাম মককা শরীফের ন্যায় মদিনা শরীফেরও সমান সম্মান প্রদর্শন করতেন। সর্বোপরি নবী করিম(দঃ) উভয় হেরেমের সমান আদব ও তাজীমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এখন বিচার্য্য বিষয় হলো– নবী করিম(দঃ) কা'বা শরীফের ন্যায় মদিনা শরীফের সম্মান ঘোষণা করে কি শিরকের কাজ করেছেন? সাহাবায়ে কেরাম মদিনা শরীফের তাজীম করে কি শিরকের কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন? কখনই নয়। কিন্তু আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব তো বেহেস্তী জেওরে বলেছেন–"মককা শরীফের ন্যায় অন্য স্থানের তাজীম করা শিরক"। তার এই ফতোয়ায় আল্লাহর প্রিয় হাবীব(দঃ) এবং তাঁর প্রিয় সাহাবীগণও শিরক থেকে রেহাই পাচ্ছেন না (নাউজুবিল্লাহ) নবীজীর দুশ্‌মন ও পাগল ছাড়া এমন কথা কেউ কি বলতে পারে? আসলে এই সম্প্রদায়টি তাদের নজদের প্রিয় লাইলী ইবনে ওহাব নজদীর প্রেমে মশ্‌গুল হয়েই তার অনুকরণে এসব প্রলাপ উক্তি করছে। আল্লাহ সত্য উপলব্ধির তৌফিক দিন।

www.sunnibarta.com